বঙ্গবাণী

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১। আবদুল হাকিম কোন শতকের কবি?

(ক) পঞ্চদশ

(খ) সপ্তদশ

(গ) ষষ্ঠদশ

(ঘ) অষ্টাদশ

২। বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে যারা বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করে তাদের সম্বন্ধে কবির অভিমত কী?

(ক) তাদের জন্ম পরিচয় ঠিক করা যায় না

(খ) তারা মানুষ নামের পরিচয় দানের অযোগ্য।

(গ) তারা অকৃতজ্ঞতারাই পরিচয় দেয়

(ঘ) তারা নীচ ও হীন জীবনযাপন করে।

৩। দেশী ভাষায় কাব্য রচনা করার পিছনে কবির যুক্তি কী?

(ক) সাধারণ মানুষের উপকার

(খ) দেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জন

(গ) দেশী ভাষার প্রতি ভালোভাসা

(ঘ) দেশী ভাষা সকলের বোধগম্য

৪। কবির কাব্য রচনার উদ্দেশ্য কী?

(ক) সাধারণ মানুষের তৃষ্টি।

(খ) রাজকর্মচারীদের তুষ্ট করা।

(গ) শিক্ষিত জনকে আনন্দ দান।

(ঘ) আত্মপ্রাচার করা।

৫। পাঠ্যবইয়ে কবি আবদুল হাকিমে যে জন্মতারিখ দেওয়া আছে তা কী ধরনের?

(ক) সঠিক

(খ) আনুমানিক

(গ) তথ্যপূর্ণ

(ঘ) সঠিক নয়

৬। আবদুল হাকিম কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন

(ক) আনুমানিক ১৭২০ খ্রিষ্টাব্দে

(খ) আনুমানিক ১২৬০ খ্রিষ্টাব্দে

(গ) আনুমানিক ১৬২০ খ্রিষ্টাব্দে

(ঘ) আনুমানিক ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে

৭। সন্দ্বীপের সাধুরামপুর গ্রামে কোন কবি জন্মগ্রহণ করেন?

(ক) কায়কোবাদ

(খ) আহসান হাবীব

(গ) আবদুল হাকিম

(ঘ) ফররুখ আহমদ

৮। কবি আবদুল হাকিমের জন্মস্থান কোথায়?

(ক) কেশবপুরের সাগরদাঁড়িতে

(খ) নাটোরের আজিমনগরে

(গ) কেশবপুরের পাঁজিয়ায়

(ঘ) সন্দ্বীপের সাধারামপুরে

৯। 'বঙ্গবাণী' কবিতাটি কোন মতকে রচিত হয়েছে?

(ক) মধ্যযুগে

(খ) ষোড়শ শতক

(গ) সপ্তদশ শতকে

(ঘ) উনবিংশ শতকে

১০। আবদুল হাকিম কোন যুগের কবি?

(ক) প্রাক-মধ্যযুগের

(খ) মধ্যযুগের

(গ) আধুনিক যুগের

(ঘ) মধ্যযুগ পরবর্তী

১১। আবদুল হাকিম কোন শতকের কবি?

(ক) পঞ্চদশ

(খ) সপ্তদশ

(গ) ষোড়শ

(ঘ) অষ্টাদশ

১২। আবদুল হাকিম কে ছিলেন?

(ক) সপ্তদশ শতকের একজন প্রখ্যাত কবি

(খ) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পরোধা

(গ) ষোড়শ মতকের অন্যতম বিশিষ্ট লেখক

(ঘ) অমর কথা সাহিত্যিক

১৩। 'বঙ্গবাণী' কবিতায় মাতৃভাষার প্রতি কবির কেমন অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে?

(ক) দুর্বার ক্ষোভের অনুভূতি

(খ) চাপা আক্রোশের অনুভূতি

(গ) অনন্য মমত্বের অনুভূতি

(ঘ) অসহনীয় বিরক্তিভাব

১৪। মধ্যযুগের কোন কবি পরবর্তী প্রজন্মে জন্য কালজয়ী আদর্শ?

(ক) শাহ মুহম্মদ সগীর

(খ) আলাওল

(গ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

(ঘ) আবদুল হাকিম

১৫। আবদুল হাকিমের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?

(ক) নূরনামা

(খ) সাত সাগরের মাঝি

(গ) লাইলী মজনু

(ঘ) সুলতানানামা

১৬। 'নূরনামা' কার লেখা?

(ক) ফকির গরীবুল্লাহর

(খ) মীরমশাররফ হোসেনের

(গ) আবদুল হাকিমের

(ঘ) সেয়দ এমদাদ আলীল

১৭। 'ইউসুফ জোলেখা' কী?

(ক) আবদুল হাকিমের উপন্যাস

(খ) দৌলত কাজীর কাব্য

(গ) আলাওলের কাব্য

(ঘ) আবুদল হাকিমের কাব্য

১৮। 'লালমতি' কার লেখা কাব্যগ্রন্থ?

(ক) শাহাদাৎ হোসেনের

(খ) সফিয়া কামালের

(গ) আবদুল হাকিমের

(ঘ) কাজী নজরুল ইসলামের

১৯। 'লালমতি ও সয়ফুলমুলুক' কী?

(ক) আবদুল হাকিমের কাব্যগ্রন্থ

(খ) আলমাহমুদের উপন্যাস

(গ) শাহ মুহম্মদ সগীরের কাব্যগ্রন্থ

(ঘ) ফররখ আহমদের কাব্যগ্রন্থ

২০। 'শিহাবুদ্দিননামা' আবদুল হাকিমের কোন ধরনের রচনা?

(ক) নাটক

(খ) উপন্যাস

(গ) ছোটগল্প

(ঘ) কাব্য

২১। 'নসীহৎনামা'কার রচিত কাব্য?

(ক) শাহ মুহম্মদ সগীর

(খ) আবদুল হাকিম

(গ) আলাওল

(ঘ) সিকানদার আবু জাফর

২২। কবি আবদুল হাকিম-এর রচিত কাব্য নয় কোনটি?

(ক) রক্তরোগ

(খ) লালমতি

(গ) কারবালা

(ঘ) শহরনামা

২৩। 'শহরনামা' কোন ধরনের রচনা?

(ক) কাব্যনাট্য

(খ) কাব্যগ্রন্থ

(গ) ছোটগল্প

(ঘ) উপন্যাস

২৪। নিচের কোন কাব্যগ্রন্থটি আবদুল হাকিমের রচনা?

(ক) শহরনামা

(খ) পাঞ্জেরি

(গ) বখতিয়ারের ঘোড়া

(ঘ) উন্তট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ

২৫। কোন কবির কবিতায় তাঁর অনুপম ব্যক্তিত্বের পরিচয় মেলে

(ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(খ) কায়কোবাদ

(গ) আবদুল হাকিম

(ঘ) আবদুল কাদির

২৬। কবি আব্দুল হাকিমের কবিতায় কোনটি পরিচয় মেলে?

(ক) অনুপম ব্যক্তিত্বের

(খ) অনুপম ছন্দের

(গ) চমৎকার উপমার

(ঘ) সুন্দর গতিময়তার

২৭। কত খ্রিষ্টাব্দে কবি আবদুল হাকিম ইন্তেকাল করেন?

(ক) ১১৯০ খ্রিষ্টাব্দে

(খ) ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দে

(গ) ১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে

(ঘ) ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে

২৮। অসমাপিকা ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত হিসেবে নিচের কোন পঙ্‌ক্তিটি সমর্থনযোগ্য?

(ক) কিতাব পড়িতে যার নাহিক অভ্যাস

(খ) সে সবে কহিল মোতে হাবিলাষ

(গ) নিজ পরিশ্রম তোষি আমি সর্বজন

(ঘ) আরবি-ফারসি শাস্ত্রে নাই কোন রাগ

২৯। কবি আবদুল হাকিম কাদের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে কাব্যরচনা করেন?

(ক) কবিদের কথা

(খ) যাদের বইপত্র পড়ার অভ্যাস নেই তাদের কথা

(গ) কবিবিরোধীদের কথা

(ঘ) বাংলা ভাষা অবজ্ঞাকারীদের কথা

৩০। 'সে সবে কহিল মোতে মনে হাবিলাষ'-এখানে 'হাবিলাষ' অর্থ কী?

(ক) অভিজাত

(খ) বিলাস

(গ) অভিলাষ

(ঘ) দুঃখ

৩১। 'স সবে কহিল মোতে' বাক্যাংশের ভাবার্থ হিসেবে নিচের কোনটি সমর্থন কারা যায়?

(ক) সে আমাকে সবকিছু বলল

(খ) তারা সবাই আমাকে বলল

(গ) তারা সবাই অনেক কিছু বলল

(ঘ) সে আমাকে সবকিছু বলল

৩২। 'তে কাজে নিবেদি' এর পরবর্তী অংশ কোনটি

(ক) মোতে নাহি হাবিলাষ

(খ) নাই কোন রাগ

(গ) প্রভু কিবার হিন্দুয়ানি

(ঘ) বাংলা করিয়া রচন

৩৩। কবি আবদুল হাকিম-এর ক্যারচনার উদ্দেশ্য কী?

(ক) শিক্ষিতজনকে আনন্দ দান

(খ) সাধারণ মানুষের তুষ্টি

(গ) রাজকর্মচারীদের তুষ্ট করা

(ঘ) আত্মপ্রচার করা

৩৪। দেশী ভাষে বুঝিতে ললাটে পুরো ভাগ-একানে 'ভাগ' অর্থ কী? অথবা, 'বঙ্গবাণী' কবিতায় 'ভাগ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

(ক) অংশ

(খ) ভাগিদার

(গ) ভাগ্য

(ঘ) পাওনাদার

৩৫। 'বঙ্গবাণী' কবিতায় আরবি-ফারসি ভাষার প্রতি কবি আবদুল হাকিমের মেনোভাব কেমন?

(ক) বিদ্বেষপূর্ণ

(খ) বিরাগপূর্ণ

(গ) সহনশীল

(ঘ) বিরূপ

৩৬। 'আরবি ফারসি হিন্দে নাই দুই মত'-চরণে কবির কোন মনোভাবে প্রকাশ পেয়েছে?

(ক) শুধু মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ

(খ) সব ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা

(গ) বাংলা ভাষার উৎপত্তি

(ঘ) বিদেশি ভাষার প্রতি আকর্ষণ

৩৭। 'আল্লা নবীর ছিফত'- অর্থ হলো-

(ক) আল্লাহ ও নবির গুণকীর্তন

(খ) আল্লাহ ও নবির ভাষা

(গ) আল্লাহ ও নবির কার্যক্রম

(ঘ) আল্লাহ ও নবির শপথ

৩৮। আল্লাহ কোন ভাষা বুঝেন বলে 'বঙ্গবাণী' কবিতায় উল্লেখ করা হয়েছে?

(ক) ইংরেজী

(খ) আরবি

(গ) ফারসি

(ঘ) সব ভাষা

৩৯। কবি আবদুল হাকিমে মতে প্রভু কোন ভাষা বুঝতে পারেন?

(ক) হিন্দি ভাষা

(খ) ইংরেজী ভাষা

(গ) আরবি ভাষা

(ঘ) সর্ব ভাষা

৪০। "যেই দেশে যেই বাক্য কহে নরগণ" এখানে 'যেই বাক্য বলতে বোঝায়-

(ক) বাংলা ভাষা

(খ) যে কোন ভাষা

(গ) মাতৃভাষা

(ঘ) কবিগণ

৪১। কে সর্ববাক্য বুঝতে পারেন?

(ক) আমরা

(খ) বিদেশিরা

(গ) সৃষ্টিকর্তা

(ঘ) কবিগণ

৪২। দেশি ভাষা কাব্য রচনা করার পেছনে কবি আবদুল হাকিমের যুক্তি হলো দেশি ভাষা-

(ক) জনসাধারণের বোধগম্য

(খ) সকল মানুষের জন্য উপকারী

(গ) শিক্ষার মাধ্যমে হিসেবে বেশি উপযোগী

(ঘ) প্রত্যেকের প্রিয় ভাষা

৪৩। 'বঙ্গদেশী বাক্য' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

(ক) বাংলা ভাষা

(খ) প্রাচীন বঙ্গীয় ভাষা

(গ) মাতৃভাষা

(ঘ) বিদেশি ভাষা

৪৪। 'যত ইতি বাণী' বলতে কবি আবদুল হাকিম কী বোঝাতে চেয়েছেন?

(ক) অন্য একটি ভাষা

(খ) মাতৃভাষা

(গ) বাংলাভাষা

(ঘ) অন্যান্য যত ভাষা

৪৫। কবি আবদুল হাকিম 'হিন্দুর অক্ষর' বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন?

(ক) সংস্কৃত ভাষা

(খ) দেবদেবীর মহাত্মা কথা

(গ) বাংলা ভাষা

(ঘ) হিন্দি ভাষা

৪৬। কারা 'হিন্দুর অক্ষর' হিংসা করে?

(ক) যারা মরমি সাধনা সম্পর্কে অবগত

(খ) যারা নিজের দেশকে ভালোবাসে

(গ) যারা মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে

(ঘ) যারা সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে অবগত নয়

৪৭। 'হিন্দুর অক্ষরে হিংসে সে সবের গণ'-'বঙ্গবাণী' কবিতায় কুবি কাদের সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছেন?

(ক) যারা মসমি সাধানা সম্পর্কে অবগত নয়

(খ) যারা নিজের দেশকে ভালোবাসে না

(গ) যারা কিতাব পড়তে জানে না

(ঘ) যারা মাতৃভাষাকে ভালো বাসে না

৪৮। 'বঙ্গবাণী' কবিতার প্রধান বাহন হলো-

(ক) নিরঞ্জন

(খ) মারফত

(গ) মাতৃভাষা

(ঘ) আনন্দ

৪৯। 'সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি-'বঙ্গবাণী' কবিতায় কবি কাদের সম্পর্কে এ কথা বলেছেন?

(ক) বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে যারা বাংলাকে ভালোবাসে

(খ) বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে যারা বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করে

(গ) যারা বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করে না

(ঘ) যারা অন্যের সঙ্গে মাতৃভাষায় ভাব বিনিময় করে

৫০। 'নিজ দেশ তেয়াগী কেন বিদেশ ন যায়- এখানে 'তেয়াগী' অর্থ

(ক) ত্যাগ করে

(খ) ভালোবেসে

(গ) দুঃখ করে

(ঘ) তৈরি করে

৫১। "নিজ দেশ তেয়াগী কেন বিদেশ ন যায়।" কবি কাদের বিদেশ যেতে বলেছেন?

(ক) মাতৃভূমি ও মাতৃভ ভাষার প্রতি যাদের অনুরাগ নেই

(খ) যাদের কিতাব পড়ার অভ্যাস নেই

(গ) যাদের মারফতভেদে জ্ঞান নেই

(ঘ) যাদের আরবি-ফারসি ভাসার প্রতি অনুরাগ নেই

৫২। বাংলা ভাষার অবজ্ঞাকারীকে কবি কোথায় চলে যেতে বলেছেন?

(ক) দীপান্তরে

(খ) জেলখানায়

(গ) বিদেশে

(ঘ) আরবে

৫৩। "মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি' পঙক্তিটির মানে-

(ক) বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি

(খ) বাংলাদেশ আমাদের পিতামাতার জন্মভূমি

(গ) বংশানুক্রমে বাংলাদেশ আমাদের বসতি

(ঘ) বাংলাদেশে আমাদের বসতি

৫৪। বাংশানুক্রমে 'কবির বাংলাদেশের বসবাসের চিত্রটি ফুটে উঠেছে কোন বিষয়টি প্রয়োগের মাধ্যমে?

(ক) মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গে বসতি

(খ) দেশি ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি

(গ) সেসব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি

(ঘ) সে সবে কহিল মোতে মনে হাবিলাষ

৫৫। কাদের জন্য বাংলা ভাষার চেয়ে হিতকর বলে কিছু হতে পারে না?

(ক) স্রষ্টার

(খ) আরবি ও ফারসিভাষীদের

(গ) বাংলা যাদের মাতৃভাষা

(ঘ) সব ভাষার মানুষের

৫৬। 'বঙ্গবাণী' কবিতার রচয়িতার নাম কী?

(ক) কাজী নজরুল ইসলাম

(খ) আবদুল হাকিম

(গ) শাহ মুহম্মদ সগীর

(ঘ) মাইকেল মধূসূদক দত্ত

৫৭। 'বঙ্গবাণী' কবিতাটি কোন গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে?

(ক) নসীহৎনামা

(খ) নূরনামা

(গ) সেকান্দারনামা

(ঘ) পদ্মাবতী

৫৮। 'বঙ্গবাণী' কবিতাটি কখন রচিত হয়? অথবা, 'বঙ্গবাণী' কবিতাটি কোন শতাব্দীতে রচিত?

(ক) পঞ্চদশ শতকে

(খ) যোড়শ শতকে

(গ) সপ্তদশ শতকে

(ঘ) অষ্টাদশ শতকে

৫৯। কবিতার প্রধান বাহন কী?

(ক) ভাব

(খ) ভাষা

(গ) চিত্রকল্প

(ঘ) ভাষা

৬০। 'বঙ্গবাণী' কবিতায় কবি কিসের জয়গান গেয়েছেন?

(ক) কুসংস্কারের

(খ) মাতৃভাষা বাংলার

(গ) ধর্ম প্রাণ মুসলমানের

(ঘ) নির্যাতিত পরিবারের

৬১। 'বঙ্গবাণী' কুবতিং কবি কোন ভাষার গুণকীর্তন করেছেন?

(ক) বাংলা ভাষা

(খ) মাতৃভাষা

(গ) উপভাষা

(ঘ) মাস্ত্রের ভাষা

৬২। 'বঙ্গবাণী' কবিতার আরবি-ফারসি ভাষার প্রতি কবি আবদুল হাকিমের মনোভাব কেমন?

(ক) সহনশীল

(খ) রিাগপূর্ণ

(গ) বিদ্বেষপূর্ণ

(ঘ) বিরূপ

৬৩। কো ভাষা সবার প্রধার অবলম্বন হওয়া উচিত?

(ক) আরবি ভাষা

(খ) হিন্দি ভাষা

(গ) বাংলা ভাষা

(ঘ) মাতৃভাষা

৬৪। 'বঙ্গবাণী' কবিতার মর্মকতা হিসেবে নিচের কোনটি সমর্থনযোগ্য

(ক) বিদেশি ভাষার প্রতি মমত্ববোধ দেশি ভাষার প্রতি ক্ষোভ

(খ) দেশি ভাষার প্রতি ক্ষোভ

(গ) মাতৃভাষার প্রতি প্রীতি

(ঘ) বিদেশি ভাষার প্রতি বিদ্বেষ

৬৫। 'বঙ্গবাণী' কবিতায় কোনটি প্রকাশ পেয়েছে?

(ক) বাংলা ভাষার প্রতি মমতা

(খ) মানুষের মমতা

(গ) মাতৃভাষার প্রতি মমতা

(ঘ) ছেলের প্রতি মমতা

৬৬। কবি কাদের জন্মের প্রতি সন্দিহান?

(ক) যারা বাংলা ভাষা ভালোবাসে না

(খ) যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি

(গ) যারা ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল

(ঘ) যারা ধর্মভীরু নয়

৬৭। কবি আবদুল হাকিম কাদের প্রতি তীব্র ক্ষোভে বলিষ্ঠ বাণী উচ্চারণ করেছেন?

(ক) যারা বাংলা ভাষায় কথা বলে না

(খ) যারা বাংলা ভাষায় কিতাব পড়ে না

(গ) যারা নিজ ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি সংকীর্ণচেতা

(ঘ) যারা অন্য ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট

৬৮। স্বদেশে থেকে যারা স্বদেশের ভাষার প্রতি বীতরাগ দেখায় তারা প্রক্রতপক্ষে-

(ক) দেশপ্রেমিক

(খ) শিকড়বিহীন পরগাছা

(গ) জাতি প্রেমিক

(ঘ) খোদাপ্রেমিক

৬৯। বাংলায় জন্মগ্রহণ কারে যারা বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করে কবি আবদুল হাকিম তাদের কী নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন?

(ক) বংশ পরিচয়

(খ) জন্মপরিচয়

(গ) বংশ ও আভিজাত্য

(ঘ) আভিজাত্য ও পরিচয়

৭০। 'বঙ্গবাণী' কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয় কী?

(ক) সাধারণ মানুষের প্রতি ভালোবাসা

(খ) আরবি-ফারসি ভাষার প্রতি অনুরাগ

(গ) স্বদেশের ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ

(ঘ) স্বদেশ ও স্বভাষার প্রতি অনুরাগ

৭১। 'ছিফত' কোন ভাষার শব্দ?

(ক) বাংলা

(খ) আরবি

(গ) ফারসি

(ঘ) ইংরেজি

৭২। 'ছিফত' শব্দের অর্থ কী?

(ক) নসিহত

(খ) গুণ

(গ) দোষ

(ঘ) বৈশিষ্ট্য

৭৩। 'নরঞ্জন' শব্দটি কবিতায় কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

(ক) সৃষ্টিকর্তা

(খ) নিরহংকার

(গ) নির্জন

(ঘ) নির্মল

৭৪। 'সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন।'- বাক্যে 'নিরঞ্জন' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

(ক) সুন্দর অর্থে

(খ) সৃষ্টিকর্তা অর্থে

(গ) কৃশ্রী অর্থে

(ঘ) ইচ্ছা অর্থে

৭৫। সমাসবদ্ধ পদ হিসেবে নিচের কোনটিকে সমর্থন করা যায়?

(ক) উপদেশ

(খ) নির্ণয়

(গ) হাবিলাষ

(ঘ) বঙ্গবাণী

৭৬। 'মারফত' শব্দটির অর্থ কী?

(ক) মরমি সাধনা

(খ) বলিষ্ঠ কণ্ঠ

(গ) সরল পথ

(ঘ) সংকীর্ণচেতা

৭৭। কবি যে ভাষাগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পান না-

i. আরবি

ii. ফারসি

iii. হিন্দি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও iii

(খ) iii ও ii

(গ) i ও ii

(ঘ) i, ii ও iii

৭৮। যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবানী- তারা

i. অকৃতজ্ঞ

ii. আজ্ঞাতকৃশলীল

iii. জন্ম পরিচয়হীন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) iiও iii

(ঘ) i, ii ও iii

৭৯। বাংলা ভাষার প্রতি বিদ্বেষী ব্যক্তিদের বংশপরিচয় সম্পর্কে কবি-

i. বিস্ময় প্রকাশ করেছেন

ii. ভর্ৎসনা করেছেন

iii. ধিক্কার দিয়েছেন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) iiও iii

(ঘ) i, ii ও iii

৮০। দেশি ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জায়ায়
দুগ্ধ স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি স্থনে
বাংলার মাটি কত ভালোবাসি
উদ্দীপকের পঙক্তিত্রয়ে মিল পাওয়া যায়-

i. ভাষাপ্রীতি

ii. প্রকৃতিপ্রীতি

iii. স্বদেশপ্রীতি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও ii

(গ) iii

(ঘ) i, ii ও iii

৮১। 'বঙ্গবাণী' কবিতায় কতিপয় ভাষার উল্লেখি আছে-

i. আরবি, ফারসি

ii. সিংহলি, সংস্কৃতি

iii. ইংরেজি, হিন্দি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) i ও ii

(গ) i ও iii

(ঘ) ii ও iii

৮২। 'বঙ্গবানী' কবিতায় যে শব্দগুলো পাওয়া যায়-

i. সর্বজন, উপদেশ

ii. বচন, গমন

iii. হিন্দুয়ানি, বঙ্গদেশী

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) ii

(গ) i ও iii

(ঘ) ii ও iii

৮৩। 'বঙ্গবানী' কবিতায় নিম্নলিখিত চরণ রয়েছে-

i. হে বঙ্গ ভান্ডারে তব বিবিধ রতন
তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি

ii. সর্ববাক্য বুঝে প্রভু কিবা হিন্দুয়ানি,
বঙ্গদেশী বাক্য কিবা যত ইতিবাণী

iii. বঙ্গভাষা,বঙ্গভূমি অতীব প্রিয় আমার
নিজ নিজ মাতৃভাষা হকো তেমনি কণ্ঠার

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) ii

(গ) i ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

৮৪। 'বঙ্গবাণী' কবিতায় নিম্নলিখিত বক্যাংশ পাওয়া যায়-

i. যেই দেশে যেই বাক্য

ii. সেই দেশে সেই বাক্য

iii. সেই দেশে যেই বাক্য

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) i ও ii

(গ) i ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

৮৫। 'বঙ্গবাণী' কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয়-

i. দেশি ভাষার প্রতি মমত্ব প্রকাশ

ii. বাংলা ভাষার প্রতি মমত্ব প্রকাশ

iii. সকল ভাষার প্রতি মমত্ব প্রকাশ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) ii

(গ) iii

(ঘ) i ও ii

৮৬। কবি আবদুল হাকিমের মাতৃভাষাপ্রেমের সাঙ্গে তুলান করা যায়-

i. রফিক, সালাম ও বরকতকে

ii. আসাদ, মতিউর ও রহুল আমিনকে

iii. সব শহিদ বুদ্ধিজীবীকে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) ii

(গ) iii

(ঘ) i, iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৮৭ ও ৮৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

মাহাদী খ্যাতনামা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে। ছোট বোন ফারিহা পড়েছে বাংলা মিডিয়ামে। নিজের মিডিয়ামের প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকে মাঝে মধ্যেই ফারিয়াকে পড়াশুনা নিয়ে নাক সিটকায় মাহাদী।

উদ্দীপটি পড়ে ৮৭ ও ৮৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মাহাদী খ্যাতনাম ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে। ছোট বোন ফারিহা পড়ছে বাংলা মিডিয়াম। নিজের মিডিয়ামের প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকে মাঝেমধ্যেই ফারিহাকে পড়াশুনা নিয়ে নাক সিটকায় মাহদী

৮৭। মাহাদী 'বঙ্গবানী' কবিতায় কাদের প্রতীক?

(ক) মাতৃভাবিদ্বেষীদের

(খ) মারফত জ্ঞানহীনদের

(গ) শাস্ত্রজ্ঞানহীনদের

(ঘ) বোধশক্তিহীনদের

৮৮। উক্ত ব্যক্তিদের বিষয়ে আবদুল হাকিমের অভিমত-

i. তারা যেন দেশ ছেড়ে বিদেশ চলে যা

ii. তাদের জন্ম পরিচয় নির্ণয় করা যায় না

iii. তাদের আদর্শ ত্যাগ করা উচিত

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) ii

(গ) iii

(ঘ) i ও ii

৮৯। উদ্ধতাংশে 'বঙ্গবাণী' কবিতায় বিধৃত মাতৃভাষার ফুটে ওঠা দিকটি হলো-

(ক) গুরত্ব

(খ) অভিজাত্য

(গ) অবদান

(ঘ) আবেদন

৯০। উদ্দীপকে প্রতিফলিত ভাবের সঙ্গে নিচের কোনটি সামঞ্জস্য রয়েছে?

(ক) হৃদয় আমার বাংলার লাগি
যে দেশেই থাকি সদা থাকে জাগি

(খ) বাংলার গল্প বাংলার গীত,
শুনিলে এ চিত্ত সদা বিমোহিতা

(গ) বাংলার কাব্য, বাংলার ভাষা,
মিটায় আমার প্রাণের পিপাসা

(ঘ) বাঙালির সনে মিশে প্রাণে প্রাণে
থাকিব সতত জীবনে মরণে।

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৯১ থেকে ৯৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

বংশানুক্রমে বাংলাদেশেই আমাদে বসতি, বাংরাদেশ আমাদের মাতৃভূমি এবং মাতৃভাসায় বর্ণিত বক্তব্য আমাদের মর্ম স্পর্শ করে। মাতৃভাষার চেয়ে হিতকর আর কিছু নেই।

৯১। উদ্দীপকটির সঙ্গে তোমার পঠিত কোন কবিতার সাদৃশ্য আছে?

(ক) বঙ্গবাণী

(খ) কপোতাক্ষ নদ

(গ) স্বাধনিাত তুমি

(ঘ) শহিদ স্মরণে

৯২। উদ্দীপকের সঙ্গে 'বঙ্গবাণী' কবিতার ভাবের যে মিল পাওয়া যায় তা হলো-

i. ভাষাপ্রীতি

ii. প্রকৃতিপ্রীতি

iii. স্বদেশপ্রীতি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) i ও ii

(গ) iii

(ঘ) i ও iii

৯৩। নিচের কোন চরণে 'মাতৃভাষার চেয়ে হিতকর আর কিছু নেই' বাক্যের পরিচয় ফুটে উঠেছে?

(ক) দেশি ভাষে বুঝিতে ললাটে পুরে ভাগ

(খ) যেই দেশে যেই বাক্য কহে নরগণ

(গ) দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি

(ঘ) বঙ্গদেশী বাক্য কিবা যত ইতিবানী

নিচের উদ্দপিটি পড় এবং ৯৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাংলা আমাদের মাতৃভূমি। মাতুভাষাকে অন্তরে লালন করে স্বদেশ ও স্বভাষার প্রতি মমতা প্রদর্শনের মধ্যেই আমাদের জতীয় পরিচয় অন্তর্নিহিত। যারা বাংলায় জন্মগ্রহণ করেও বাংলা করেও বাংরা ভাষার প্রতি অনুদার তাদের বংশ পরিচয় সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা জন্মে।

৯৪। উল্লিখিত অংশটুকু কোন কবিতার সঙ্গে সম্পর্কিত?

(ক) বঙ্গবাণী

(খ) কপোতাক্ষ নদ

(গ) শাহিদ স্মসণে

(ঘ) স্বাধীনতা তুমি

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং নং প্রশ্নের উত্তর দাও:বাবলু ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশুনা করে, সে সব বিষয়েই ভালো নম্বর অর্জন করলেও বাংলাতে ভালো নম্বর পায় না, সে বাঙলাকে অপ্রয়োনীয় ভেবে বাংলা বিয়েয়ের যত্ন নেয় না।

৯৫। 'বঙ্গবাণী' কবিতা অবলম্বনো বাবলুকে বলা যায়-

i. মারফত জ্ঞানহীন

ii. বোধশক্তিহীন

iii. মাতৃভাষাবিদ্বেষী

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) ii

(গ) iii

(ঘ) i, ii

নিচের কবিতাংশগুলো পড় এবং ৯৬ ও ৯৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ক. যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সবে কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।

খ. বাংলার কাব্য বাংলার ভাষা

৯৬। উদ্দীপরেক কবিতাংশদ্বয়ের মধ্যে যে সাদৃশ্য প্রকাশ পেয়েছে-

i. ভাষাপ্রাতি

ii. স্বদেশপ্রাতি

iii. কাব্যপ্রাতি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) ii

(গ) iii

(ঘ) i ও ii

৯৭। কবিতাংশ দুটি মূলভাবে ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে-

i. নিজ দেশের প্রতি

ii. নিজ ভাষার প্রতি

iii. অন্য ভাষার প্রতি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) i ও ii

(গ) i ও iii

(ঘ) ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

০১। রফিকের ছেলেমেয়েরা ইংরেজি স্কুলে পড়ছে। রফিক বিদেশি গান-বাজনা বেশি পছন্দ করে। কথাও বলে ইংরেজিতে। অন্যরা তার সাথে ইংরেজিতে তাল মেলাতে না পারলে অবজ্ঞা করে বলে, 'তোরা এখনও বাঙালি-ই রয়ে গেলি!' রফিকের মা প্রায়ই ছেলেকে বলেন, 'বাবা, তোর সাথে কথা বলে সুখ নাই।'

(ক) 'বঙ্গবাণী' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

(খ) 'হিন্দুর অক্ষর' বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

(গ) 'তোরা এখনও বাঙালি-ই রয়ে গেলি'– উক্তিটির মাধ্যমে রফিকের যে মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় সে সম্পর্কে কবির অভিমত ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) 'তোর সাথে কথা বলে সুখ নাই'– রফিকের মায়ের এ উক্তি কবির মানসিকতাকেই সমর্থন করে– 'বঙ্গবাণী' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

➲ ১নং প্রশ্নের উত্তর ➲

(ক) 'বঙ্গবাণী' কবিতাটি 'নূরনামা' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

(খ) 'হিন্দুর অক্ষর' বলতে বাংলা ভাষাকে বোঝানো হয়েছে। এক সময় 'হিন্দুর অক্ষর' বলে মূলত বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করা হতো। তখনকার দিনে একশ্রেণির রক্ষণশীল মুসলমান মাতৃভাষা বাংলার পরিবর্তে আরবি-ফারসি প্রভৃতি ভাষার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করে। নিজেদের মাতৃভাষা হওয়া সত্ত্বেও তারা বাংলাকে হিন্দুয়ানি ভাষা বলে উপেক্ষা করে। তারা যুক্তি দেখাত যে, এদেশের প্রাচীন অধিবাসী হচ্ছে হিন্দুরা এবং তাদের ভাষা হচ্ছে বাংলা। তাই মুসলমানদের পক্ষে এ ভাষাকে ভালোবাসা সম্ভব নয়। আর একারণে তাদের আরবি-ফারসি ভাষাকেই লালন করতে হবে।

(গ) প্রশ্নে উল্লিখিত উক্তিটির মাধ্যমে রফিকের স্বদেশ ও স্বজাতীয় ভাষার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্গবাণী কবিতায় কবি মাতৃভাষা অবজ্ঞাকারীদের প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। 'তোরা এখনও বাঙালি-ই রয়ে গেলি'– উক্তিটির মাধ্যমে রফিকের নিজের ভাষা, দেশ, সংস্কৃতি এবং বাঙালি জাতীয়বোধের প্রতি চরম অবজ্ঞা লক্ষ করা যায়। উদ্দীপকে রফিক কথা বলা, গান শোনা থেকে শুরু করে সম্পূর্ণভাবে বিদেশি ভাষার প্রতি মোহাচ্ছন্ন। এমনকি সে তার সন্তানদেরকেও বিদেশি ভাষার প্রতি অনুরাগী করে তুলছে। কবি আবদুল হাকিম 'বঙ্গবাণী' কবিতায় স্বদেশে বসবাস করে যারা অন্য ভাষা ও সংস্কৃতির কাছে নিজের ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিসর্জন দেয় তাদের প্রতি তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। বাংলা ভাষার প্রতি যারা শ্রদ্ধাশীল নয়, এ ভাষা সংস্কৃতির প্রতি যাদের কোনো অনুরাগ নেই, মাতৃভাষায় বিদ্যা গ্রহণ করতে যাদের রুচি নেই কবি তাদের দেশের শত্রু বলেছেন। রফিকের মতো দেশি ভাষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ব্যক্তিদের বাংলায় বসবাস করার কোনো অধিকার নেই। কবি সুস্পষ্ট ভাষায় ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে এসব লোকদের এদেশে ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

(ঘ) 'তোর সাথে কথা বলে সুখ নাই'— উক্তিটির মাধ্যমে রফিকের মায়ের নিজ ভাষার প্রতি গভীর মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে। দেশি ভাষা তথা মাতৃভাষা মানুষের অনুভূতি প্রকাশের প্রধান বাহন। দেশের সাধারণ মানুষের মতো রফিকের মাও বেদেশি ভাষা বোঝেন না। তাই তার ছেলে তার সঙ্গে বাংলা ভাষায় কথা বলুক তিনি তা-ই আশা করেন। রফিকের মায়ের আলোচ্য উক্তিটির মাধ্যমে তাঁর নিজ ভাষার প্রতি গভীর মমত্ব ও নির্ভরতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কেননা রফিক ও তার ছেলে-মেয়েরা সবাই ইংরেজিতে কথা বলে, গান শোনে। মায়ের সঙ্গে রফিক ইংরেজিতে কথা বলে, তিনি বুঝতে পারুন আর না পারুন। রফিকের মা রফিকের এহেন আচরণে হতাশ হয়ে বলেছেন— "তোর সাথে কথা বলে সুখ নাই।" 'বঙ্গবাণী' কবিতায় কবি আবদুল হাকিম মাতৃভাষা মানুষের অনুভূতি প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মাতৃভাষায় কথা বলে মানুষ তার ভাব অন্যের কাছে যেমন সহজে প্রকাশ করতে পারে তেমনি অপর ব্যক্তিও তার কথা সহজে বুঝতে পারে। অন্য কোনো ভাষায় তা সম্ভব নয়। কবি তাই ধর্মীয় বাণীও স্বভাষায় চর্চার পক্ষপাতী। তাঁর মতে সৃষ্টিকর্তা সব ভাষাই বোঝেন। বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগী কবি আরবি-ফারসি ভাষার প্রতিও শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু তিনি মাতৃভাষাতেই মনের ভাব প্রকাশ করতে বলেছেন। কারণ মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলাতে রফিকের মায়ের যেমন পিপাসা মেটে না, তেমনি সাধারণ মানুষও মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা বোঝে না।

০২। মোদের গরব, মোদের আশা,
আ-মরি বাংলা ভাষা!
(মাগো) তোমার কোলে
তোমার বোলে,
কতই শান্তি ভালোবাসা!

(ক) কোন শাস্ত্রে কবির কোনো রাগ নেই?
(খ) 'হিন্দুর অক্ষর' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ব্যাখ্যা কর।
(গ) 'বঙ্গবাণী' কবিতার কোন বিষয়টি উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) মিল থাকলেও 'বঙ্গবাণী' কবিতার কবির বক্তব্য এখানে সম্পূর্ণ উন্মোচিত হয়নি।— মূল্যায়ন কর।

➲ ২নং প্রশ্নের উত্তর ➲

(ক) আরবি-ফারসি শাস্ত্রে কবির কোনো রাগ নেই।

(খ) 'হিন্দুর অক্ষর' বলতে কবি বাংলা ভাষাকে বুঝিয়েছেন। একসময় এ দেশে আরবি-ফারসি ভাষার ব্যাপক কপ্রচলন ছিল। ধর্মীয় কুসংস্কারচ্ছন্ন কিছু রক্ষণশীল লোক বাংলাকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ভাষা বিবেচনা করে একে অবজ্ঞা করত এবং আরবি-ফারসির প্রতি গভীর অনুরাগ দেখাত। কারণ সে সময় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ভাষা ছিল বাংলা এবং বর্ণমালা এসেছে ব্রাহ্মীলিপি থেকে যা তাদের থৈরি। তাই রক্ষণশীল মুসলমানরা বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করে এ ভাষাকে হিন্দুর অক্ষর বলে নিন্দা করত।

(গ) 'বঙ্গবাণী' কবিতায় মাতৃভাষার প্রতি কবির ভালোবাসার বিষয়টি উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে। প্রত্যেক মানুষের আপন অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে আছে তার মা, মাতৃভূমি আর মাতৃভাষা। মাতৃভাষার মতো এত সুধা আর কোনোকিছুতে নেই; তাই এ ভাষায় এত প্রশান্তি, এত মাধুর্য। পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতির মানুষ মাতৃভাষাকে ভালোবাসে এবং মাতৃভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। 'বঙ্গবাণী' কবিতায় মাতৃভাষার প্রতি কবির গভীর অনুরাগ প্রকাশিত হয়েছে। যারা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেও বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করে, এ ভাষার প্রতি যাদের মমতা নেই তাদের প্রতি কবি প্রবল ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। স্বদেশ ও স্বভাষার প্রতি গভীর অনুরাগের কারণেই ডতিনি মাতৃভাষায় গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। উদ্দীপকেও মাতৃভাষা বাংলার প্রতি এই মমত্ববোধের কথাই বলা হয়েছে। বাংলা ভাষা কবির কাছে গৌরবের মর্যাদায় আসীন, এ ভাষাতেই তাঁর যত আশা। এ ভাষাতেই কবি খুঁজে পান শান্তি, ভালোবাসা।

(ঘ) মিল থাকলেও 'বঙ্গবাণী' কবিতার কবির বক্তব্য এখানে সম্পূর্ণ উন্মোচিত হয়নি।— মন্তব্যটি যথার্থ। মাতৃভাষা হলো মায়ের কাছ থেকে শেখা বুলি যার মাধ্যমেই পরবর্তীকালে মনের ভাব প্রকাশিত হয়। মানুষ নিজের চেষ্টায় যেকোনো ভাষা আয়ত্ত করতে পারে, সে ভাষায় মনের ভাবও ব্যক্ত করতে পারে। কিন্তু মাতৃভাষায় ভাব প্রকাশে যে সুখ তা অন্য কোনো ভাষায় সম্ভব নয়। এ কারণে মাতৃভাষা অতুলনীয়। 'বঙ্গবাণী' কবিতায় এবং উদ্দীপকে মাতৃভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসা ব্যক্ত হয়েছে। 'বঙ্গবাণী' কবিতায় কবির কাছে মাতৃভাষাই শ্রেষ্ঠ, এ ভাষাই তাঁর ভাবপ প্রকাশ, সাহিত্য রচনার সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। আরবি, ফারসি ভাষার প্রতি তাঁর কোনো বিদ্বেষ নেই। কিন্তু যারা বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করে আরবি, ফারসি ভাষাকে উচ্চে স্থান দিতে চায় তাদের প্রতি তিনি তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে উদ্দীপকের কবি বাংলা ভাষার জন্য গর্বিত, এ ভাষা তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিশে আছে। 'বঙ্গবাণী' কবিতায় মাতৃযভাষার প্রতি যে ভালোবাসা উন্মোচিত হয়েছে তা উদ্দীপকেও লক্ষণীয়। তবে আলোচ্য কবিতায় মাতৃভাষা অবজ্ঞাকারীদের প্রতি কবির যে ক্ষোভের বাণী উচ্চারিত হয়েছে তা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। এখানে কেবল মাতৃভাষার প্রতি মুগ্ধতা ও প্রীতির প্রকাশ ঘটেছে। এ কারণে মিল থাকলেও উদ্দীপকটি আলোচ্য কবিতায় সম্পূর্ণ ভাবকে ধারণ করেনি।

০৩। উচ্চবিত্ত বা উঠতি মধ্যবিত্তের কাছে মাতৃভাষা বাংলার বদলে ইংরেজি ভাষার প্রতি মোহান্ধতা এক ধরনের মানসিক দাসত্ব বা মনের রোগ। বাঙালি তার প্রতিদিনের ভাব প্রকাশের বেলায় অজ্ঞানে কিংবা সজ্ঞানে ভুল উচ্চারণে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে। রাস্তা থেকে রান্নাঘর পর্যন্ত এর বিস্তার। কোনো ইংরেজ কিন্তু ভুলেও কোনো বাংলা শব্দ ব্যবহার করে না।

(ক) কোন কোন ভাষা সম্পর্কে কবির দুই মত নেই?

(খ) 'যেসব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।"— ব্যাখ্যা কর।

(গ) 'বঙ্গবাণী' কবিতার সঙ্গে উদ্দীপকের মিল তুলে ধর।

(ঘ) "বাংলা ভাষায় কথা বলতে যারা হীনম্মন্যতায় ভোগে তাদের প্রতি 'বঙ্গবাণী' কবিতায় ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে।"— উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি বিচার কর।

➲ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ☪

(ক) আরবি, ফারসি ও হিন্দি ভাষায় কবির দুই মত নেই।

(খ) বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে যারা বাংলা ভাষাকে হিংসা করে কবি তাদের জন্ম পরিচয় নিয়ে সন্দিহান। সতেরো শতকে এক শ্রেণির লোক এ দেশ, নিজের ভাষা, নিজের সংস্কৃতি এমনকি নিজের আসল পরিচয় সম্পক্র্যে বিভ্রান্ত ছিল। তারা বাংলাকে 'হিন্দুর অক্ষর' বিবেচনা করে ঘৃণা করত এবং আরবি–ফারসি ভাষায় কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত। শেকড়হীন, পরগাছা স্বভাবের এ মানুষগুলো সম্পর্কে কবি প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।

(গ) বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করার দিক থেকে উদ্দীপকটি 'বঙ্গবাণী' কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। স্বদেশের ভাষা, সংস্কৃতির প্রতি মানুওেষর অনুরাগ থাকবে এটাই ডস্বাভাবিক। অথচ এমন অনেকে আছেন যারা নিজ দেশ, ভাষা ও সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করে এবঙ বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাদের প্রবল আগ্রহ দেখা যায়। 'বঙ্গবাণী' কবিতায় বাংলা ভাষার প্রতি যাদের কোনো অনুরাগ নেই, যারা আরবি-ফারসি চর্চায় আগ্রহী, বাংলাকে যারা 'হিন্দুর অক্ষর' বলে ঘৃণার চোখে দেখে কবি তাদের প্রতি ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করেছেন এবং তাদেরকে দেশ ছেড়ে অন্য দেশে চলে যেতে বলেছেন। উদ্দীপকেও বাংলাদেশের উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্তের ইংরেজি ভাষার প্রতি প্রবল আগ্রহের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। দৈনন্দিন নানা কাজে তারা বাংলার পরিবর্তে ইংরেজি ব্যবহার করে যা মূলত এক ধরনের মানসিক দাসত্ব। বাংলা ভাষার ব্যবহারে তারা যেন অপমান বোধ করে, এমনই তাদের মানসিক অবস্থা।

(ঘ) "বাংলা ভাষায় কথা বলতে যারা হীনম্মন্যতায় ভোগে তাদের প্রতি 'বঙ্গবাণী' কবিতায় ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে।"— মন্তব্যটি যথার্থ। বাঙালির মাতৃভাষা বাংলা, এ ভাষা তার ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু এক শ্রেণির মানুষ নিজ সত্তাকে অস্বীকার করে বিজাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী হয়। আর এ কারণেই তারা মাতৃবাষায় ভাব প্রকাশে হীনম্মন্যতায় ভোগে। 'বঙ্গবাণী' কবিতায় কবি এই শ্রেণির মানুষের চরিত্র উন্মোচিত করেছেন। বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেও কিছু মানুষ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করে। বিদেশি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাদের প্রবল অনুরাগ প্রকাশ করে। কবি এ শেকড়হীন পরগাছা শ্রেণির মানুষের প্রতি ঘৃণার বাণী উচ্চারণ করেছেন। উদ্দীপকেও এ শ্রেণির মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় যারা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে ইংরেজি ভাষার প্রতি অনুরাগী। তারা ইংরেজি ভাষায় কথা বলাকে আধুনিকতার অংশ বলে মনে করে। মাতৃভাষার প্রতি যাদের অবজ্ঞা তারা প্রকৃত অর্থেই পরগাছা। কবি তাদের জন্মপরিচয় নিয়েও সন্দিহান, তাদের প্রতি কবি প্রবল ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। এসব দিক বিচারে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

০৪। "হে বঙ্গ, ভান্ডারে তব বিবিধ রতন;–
তা সবে, (অবোধ আমি), অবহেলা করি,
পর ধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।"

(ক) কবি কাদের জন্মপরিচয় নিয়ে দ্বিধান্বিত?

(খ) "নিজ দেশ তেয়াগী কেন বিদেশ ন যায়।"— ব্যাখ্যা কর।

(গ) 'বঙ্গবাণী' কবিতার সঙ্গে উদ্দীপকের সাদৃশ্য বিচার কর।

(ঘ) "সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকের আত্মোপলব্ধি 'বঙ্গবাণী' কবিতায় উন্মোচিত হয়নি।"— মূল্যায়ন কর।

➲ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ☪

(ক) বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে বাংলা ভাষাকে যারা হিংসা করে কবি তাদের জন্মপরিচয় নিয়ে দ্বিধান্বিত।

(খ) স্বদেশ ও মাতৃভাষার প্রতি যাদের বিন্দুমাত্র অনুরাগ নেই কবি তাদেরকে আলোচ্য কথাটি বলেছেন। বাংলাদেশ মাতৃভূমি হলেও কিছু কূপমন্ডূক মানুষ বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করে। বিদেশি বাষা, বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রতি তারা আগ্রহী। অন্যদিকে বাংলা ভাষার প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ ও মমতা নেই। কবি এ শ্রেণির মানুষদের নিজ দেশ ত্যাগ করে বিদেশে চলে যেতে বলেছেন।

(গ) মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের দিক থেকে উদ্দীপকের সঙ্গে 'বঙ্গবাণী' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে। মাতৃভাষা মনের ভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। তাই সাহিত্য রচনার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম মাতৃভাষা। মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা বা অনুরাগ না থাকায় তারা হীনম্মন্যতায় ভোগে এবং বিদেশি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। 'বঙ্গবাণী' কবিতায় বাংলা ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করতে অনাগ্রহী এক শ্রেণির মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। আরবি-ফারসি ভাষায় আল্লাহ ও নবির গুণগান গাওয়া হয়েছে বলে তারা ঐসব ভাষার প্রতি তাদের গভীর অনুরাগ প্রকাশ করে। উদ্দীপকের কবির মধ্যেও প্রথম জীবনে মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ নয় এ জ্ঞানে তিনি ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। কিন্তু কবির ভুল ভাঙতে দেরি হয়নি, তিনি বুঝতে পেরেছেন মাতৃভাষা বাংলার বিকল্প নেই। এ ভাষাই সেরা। মাতৃভাষাকে অবহেলা করার বিষয়টির সঙ্গে উদ্দীপকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

(ঘ) "সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকের আত্মোপলব্ধি 'বঙ্গবাণী কবিতায় উন্মোচিত হয়নি।"— মন্তব্যটি যথার্থ। বাঙালির মাতৃভাষা বাংলা। এ ভাষার সঙ্গে তার জীবনযাপনের প্রতিটি উপাদান জড়িত। বাংলা ভাষার ভান্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ, বাংলা সাহিত্য যার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তা সত্ত্বেও কিছু উন্নাসিক ব্যক্তি বাংলা ভাষায় মনের ভাব প্রকাশকে অগৌরবের, অমর্যাদার মনে করে। 'বঙ্গবাণী' কবিতায় কবি দেখিয়েছেন যে, জনসাধারণের বোধগম্য নয় এমন ভাষা ভাব প্রকাশের অনুপযোগী। তাই তিনি সাধারণ মানুষের তুষ্টির জন্য মাতৃভাষায় গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। আবার অনেকে আছেন যারা বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করেন। তারা আরবি-ফারসি ভাষার প্রতি অনুরাগী এবং এ ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করেন। উদ্দীপকের কবিও প্রথম জীবনে বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য সাধনা আরম্ভ করেন। কিন্তু এক সময় কবির ভুল ভাঙে, তিনি বুঝতে পারেন বাংলা ভাষার ভান্ডার মণিমানিক্যে পরিপূর্ণ। উদ্দীপকে কবি এক সময় মাতৃভাষা বাংলাকে অবহেলা করলেও পরবর্তীতে তিনি বুঝতে পেলেছেন তাঁর মাতৃভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ফলে মাতৃভাষার প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগ জন্ম নেয়। কিন্তু 'বঙ্গবাণী' কবিতায় কবি যাদের কথা বলেছেন তাদের মধ্যে এ আত্মোপলব্ধি জাগ্রত হয়নি। এ কারণেই কবি তাদের স্বদেশ ত্যাগ করতে বলেছেন। তাই ডবলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

০৫। আমার মাতৃভাষা কী? বাংলা বাষা। সমগ্র বাংলা ভাষা। বিচিত্ররূপিণী বাংলা ভাষা। ... আমার মাতৃভাষা তিব্বতের গুহাচারী, মনসার দর্পচূর্ণকারী, আরাকানের রাজসভায় মণিময় অলংকার, বরেন্দ্র ভূমির বাউলের উদাস আহ্বান। মাইকেল-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল ইসলাম আমার মাতৃভাষা। আমার মাতৃভাষা বাংলা ভাষা।

(ক) 'বঙ্গবাণী' কবিতাটি কোন শতকে রচিত হয়েছে?

(খ) বাংলাকে কেন হিন্দুয়ানি ভাষা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

(গ) উদ্দীপকে 'বঙ্গবাণী' কবিতার কোন বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) "মাতৃভাষার প্রতি অকৃত্রিম মমত্ববোধই উদ্দীপক এবং 'বঙ্গবাণী' কবিতার মূল সত্য।"— মূল্যায়ন কর।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

(ক) 'বঙ্গবাণী' কবিতাটি সতেরো শতকে রচিত।

(খ) বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ভাষার প্রভাব থাকায় অনেকে বাংলাকে হিন্দুয়ানি ভাষা বলে। অনেক বাঙালি মুসলমান আছেন যারা বাংলা ভাষাকে মন থেকে গ্রহণ করতে পারেননি। আরবি-ফারসি ভাষার প্রতি তারা অতিমাত্রায় আগ্রহী। বাংলা ভাষায় সংস্কৃতি ভাষার বহু শব্দ রয়েছে। সংস্কৃত হচ্ছে হিন্দু সম্প্রদায়ের বেদের ভাষা। এ কারণে বাংলা ভাষাকে মুসলমানরা হিন্দুয়ানি ভাষা হিসেবে আখ্যায়িত করে। কবি আলোচ্য কবিতায় এ বিষয়ে তাদের হিংসার কথা তুলে ধরেন।

(গ) উদ্দীপকে 'বঙ্গবাণী' কবিতায় মাতৃভাষা নিয়ে গবৃবোধ করার বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়েছে। বাঙালির মাতৃভাষা ডবাংলা। এ ভাষার জন্য তারা অনেক রক্ত, অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে। এ ভাষার সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্য, ইতিহাস রয়েছে। তাই বাংলা বাষাকে অবজ্ঞা করে বিদেশি ভাষা চর্চার মধ্যে কোনো গৌরব নেই। 'বঙ্গবাণী' কবিতায় কবি বাংলা ভাষাকেই সাহিত্যচর্চার মনের ভাব প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কারণ এ ভাষা সর্বসাধারণের বোধগম্য; এ ভাষায় সহজেই এ দেশের মানুষের সঙ্গে ভাব বিনিময় করা যায়। এ দেশে জন্মগ্রহণ করে, বাংলা বাষায় ভাব প্রকাশ করতে পেরে তিনি গর্বিত। উদ্দীপকেও মাতৃভাষা বাংলা নিয়ে এ গর্ববোধের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। বাংলা ভাষার সাহিত্যভান্ডার একই সঙ্গে প্রাচীন ও সমৃদ্ধ। এ ভাষা বিচিত্ররূপিণী, অতীতের সাক্ষী এবং ঐতিহ্য ধারণকারী।

(ঘ) "মাতৃভাষার প্রতি অকৃত্রিম মমত্ববোধই উদ্দীপক এবং 'বঙ্গবাণী' কবিতার মূল সত্য।"— মন্তব্যটি যথার্থ। বাঙালি জাতির মুখের ভাষা বাংলা, এ ভাষা তার পিতৃপুরুষের ভাষা। তাই তার ইতিহাস, ঐতিহ্যের সবটুকু এ ভাষার সঙ্গে একীভূত হয়ে আছে। মাতৃভাষার প্রতি বাঙালির মমত্ববোধ তাই সহজাত। 'বঙ্গবাণী' কবিতায় কবি বলেছেন যে, আরবি-ফারসি ভাষার প্রতি তাঁর মোটেও বিদ্বেষ নেই বরং এসব ভাষার প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল।

তবে তিনি মাতৃভাষা বাংলাকে অবজ্ঞা করে অন্য ভাষার স্তুতি করার ঘোর বিরোধী। তাঁর মতে, এ ভাষার চেয়ে হিতকর আর কোনো কিছুই নেই। উদ্দীপকেও মাতৃভাষা বাংলার প্রতি মমত্ববোধের এ বাণী উচ্চারিত হয়েছে। বাংলা ভাষা তার বিভিন্ন উপাদানে সমৃদ্ধ, এ ভাষা বাঙালির মায়ের ভাষা। তাই বাংলাই বাঙালির মাতৃভাষা। সবার কাছেই তার মাতৃভাষা সর্বশ্রেষ্ঠ, কেবল কিছু কূপমন্ডূক মানুষ ছাড়া। তাই বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালির মমতা, ভালোবাসা অকৃত্রিম। এ দিক বিবেচনায় উপরের মন্তব্যটিকে যথার্থ বলা যায়।